সাফল্য ও উন্নয়নের ১ দশ বছর

২০০৯-২০১৮

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাফল্য ও উন্নয়নের দশ বছর

২০০৯-২০১৮

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

‘সাফল্য ও উন্নয়নের দশ বছর’পুস্তিকাটি প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৮

যোগাযোগ
পুস্তিকা সংস্পর্কিত যাবতীয় যোগাযোগের জন্যঃ
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়, সংসদ ও মিডিয়া)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
টেলিফোন নম্বর +৮৮-০২-৯৫৪৬০০৪
ই-মেইলঃ mediacell@modmr.gov.bd

পুস্তিকার কপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটঃ www.modmr.gov.bd **থেকে নামানো যাবে।**

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ
ডাইনামিক প্রিন্টার্স, ১৪৯ আরামবাগ, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১৯২৬২৩, মোবাইল ঃ ০১৭১৫৩০৩২১৭
ই-মেইলঃ dynamick52@gmail.com

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বিগত ১০ বছরের কার্যক্রমের বিবরণ

দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, নদীভাঙন, অগ্নিকান্ড ও ভূমিধসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে বাংলাদেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এতে বিশেষত: দরিদ্র জনগণের কষ্ট বাড়ছে। বিগত দশ বছরে বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিবছর ক্রমবর্ধিত হারে আর্থিক, মেধাসম্পদ, প্রযুক্তির প্রসারসহ বিবিধ সম্পদের নিয়মিত প্রবাহ নিশ্চিত করেছে।

২০০৯-১০ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমকে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বিভাগে ও পরবর্তীতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে উক্ত বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ে পরিণত করা হয়। এতে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমানোসহ খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে তথা দারিদ্র দূরীকরণে সরকারের দৃঢ় ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৫৭১১.১৯ কোটি টাকা যা ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এসে দাঁড়ায় ৮৮৫৩.১২ কোটি টাকায়। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে এ সম্পদ প্রবাহ হতে গত দশ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমে সঞ্চালিত সম্পদের প্রভাব এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত তথ্য এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হল।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন

ভিশন

প্রাকৃতিক, জলবায়ু জনিত ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব জনগোষ্ঠীর সহণীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা; তবে এ কাজে গরীব ও দুঃস্থদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মিশন

পূর্বের চিরাচরিত দুর্যোগকালীন সাড়াদান ও ত্রাণ কার্যক্রম থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম রূপান্তর করা যাতে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি জনগোষ্ঠীর সহণীয় পর্যায়ে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বিগত ১০ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও উন্নয়ন

■ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও আইনগত কাঠামো উন্নয়ন

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনসংখ্যার আধিক্য, ক্রমবর্ধমান ভূমিকম্পের ঝুঁকি, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং দারিদ্রের প্রকোপ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে আরো বিপদাপন্ন করে তুলছে। বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিদ্যমান ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর পদ্ধতির পরিবর্তে একটি যুগোপযোগী ও সমন্বিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

দুর্যোগের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নীতি এবং দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন-সম্পদ, পরিবেশ ও মৌলিক অধিকার রক্ষার চাহিদা পূরণকল্পে যথাযথ আইনি কাঠামো দেওয়ার জন্য সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে এ আইনের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। একইসাথে এ আইনের আলোকে বিধি ও নীতি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলি) বিধিমালা, ২০১৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কার্যাবলি বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/গ্রুপ/বোর্ড/প্লাটফরম গঠন করে উহার ওপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। এ ছাড়াও এতে ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণি বিভাজন, ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ ও হুশিয়ারী পতাকা উত্তোলন ও দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ বিষয়ক পরিশিষ্ট সন্নিবেশ করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১

উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে। দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভূত হচ্ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিধিবদ্ধ সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা কর্তৃক নির্মিতব্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন, নির্মাণ এবং ইতোমধ্যে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রের বহুমূখী ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করাও জরুরি হয়ে পড়েছিল। এ সকল বিবেচনার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে "ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১ "প্রণয়ন করা হয়েছে। পরে উক্ত নীতিমালার ইংরেজি অনুবাদ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা:২০১০-২০১৫ ও ২০১৬-২০২০

জাপানের কোবে শহরে ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত "হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন" এর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলাসহ উন্নয়নের মূল ধারায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা:২০১০-২০১৫ প্রণয়ন করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা: ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ২০১০ (সংশোধিত)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ ও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিপালনে যাতে তাদের নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি প্রণীত হয়। উক্ত স্থায়ী আদেশাবলিতে নতুন দুর্যোগ সংযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে লক্ষ্যে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্নিকান্ডের মত আপদগুলো অন্তর্ভুক্ত করে Standing Orders on Disaster-2010 (Revised) বই আকারে প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়। এতে জাতীয় ও জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-উত্তর দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থায়ী আদেশাবলি আরো হালনাগাদ করে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে যা অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

■ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক বিশেষ করে, পরিবেশগত ও মনুষ্যসৃষ্ট আপদসমূহের ক্ষেত্রে জনগণের মানবিক ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের ঝুঁকি এবং বড় মাপের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রস্তুত রাখা। এ লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

■ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১ (ইংরেজি ও বাংলা ভার্ষন)

১৯৭০ সনে প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড় এবং তৎপরবর্তীতে অন্যান্য ঘূর্ণিঝড়ে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করণের লক্ষ্যে দেশে সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে আসছে। নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ এবং নির্মিতব্য আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের স্থান নির্বাচন, আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ ডিজাইন, বহুমূখী ব্যবহার, আশ্রয়কেন্দ্রের সুবিধাসমূহ এবং উহাদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়াদির বিস্তারিত উল্লেখসহ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়।

■ চুক্তি সম্পাদন

নভেম্বর, ২০১১ মাসে সরকার সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters- শীর্ষক একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এ চুক্তির আওতায় সার্কভুক্ত দেশসমূহ দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানে দ্রুত এগিয়ে আসতে পারবে।

■ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা

সরকার প্রতি বছর কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার সময়ে সময়ে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা জারি করেছে।

■ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পরিপত্র

সরকার প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে অর্থ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে বরাদ্দ করে থাকে। বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে কর্মসূচির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, খাদ্যশষ্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া, প্রকল্পের কাজের ধরণ/পরিধি, প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত পরিপত্র/ নির্দেশিকা সময়ে সময়ে জারি করা হয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নিয়োগ বিধিমালা (খসড়া)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে। কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের চাকরির শর্তাবলির বিস্তারিত গঠন উল্লেখসহ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নিয়োগ বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট পরিচালনা বিধিমালা (খসড়া)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে। ইনস্টিটিউট-এর পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি উল্লেখ করে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর পরিচালনা বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্দেশিকা প্রণয়ন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওপরে অর্পিত দায় দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে সরকার আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, পরিপত্র প্রভৃতি জারি ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিগত ১০ বছরে আরও যে সব উল্লেখযোগ্য নির্দেশাবলি/ম্যানুয়েল প্রণয়ন ও কার্যকর করেছে, সে সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচি নির্দেশিকা
- অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত কুরবানীর গোশত বিতরণ নির্দেশিকা
- মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা
- দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৫
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি অপারেশন ম্যানুয়াল

দুর্যোগ প্রস্তুতিতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গঠন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অধিকতর কার্যকারিতা আনয়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগকে আলাদা করে ২০১২ সনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে একজন মন্ত্রীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন

সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে অধিকতর সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২০১২ সনে তদানিন্তন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত / রুপান্তর করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন করে।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র স্থাপন

যে কোন দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়াদান এবং বিশেষতঃ আগাম সতর্ক সংকেত প্রচার সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ সাড়াদান কেন্দ্রগুলো, যথা-বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বন্যা পূর্ভাবাস কেন্দ্র ইত্যাদি এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমকে পরিবর্তন করে "জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র" (NDRCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কেন্দ্রটিতে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও টেলিফোন স্থাপন করে কর্মশালা অনুষ্ঠানের উপযোগী করা হয়েছে। কেন্দ্রটি সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা হয় এবং প্রতিদিন "দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন" প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসুভাবে পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্রভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

MRVA Cell গঠন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে Multi-hazar Risk and Vulnerability Assesyment (MRVA) সেল গঠন করা হয়েছে। MRVA Cell এর জন্য কম্পিউটার সামগ্রী, এয়ার কুলার, ফটোকপিয়ার, সফটওয়্যার, ট্রেনিং ইকুইপমেন্ট ও ICT সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।

DNA Cell গঠন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে DNA Cell (Damage and Need Assessment) সেল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে কোন দুর্যোগ সংঘঠিত হলে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এসওএস ফরম এর মাধ্যমে দুর্যোগের তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এবং ডি ফরম এর মাধ্যমে তিন সপ্তাহের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ মাঠ পর্যায় হতে অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ায় অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা / কর্মচারীর স্থান সংকুলান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে ১১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়। ভবন সম্প্রসারণের ফলে ৯ম ও ১০ তলায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে; এছাড়া ১০ তলায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। ৮ম তলায় প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রামীণ এলাকায় (সমতল অঞ্চল) ১২ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে হাট-বাজার, গ্রোথসেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিয়ন পরিষদের সাথে পাকা সড়কসমূহের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণ ও দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস করার লক্ষ্যে প্রতি উপজেলায় একটি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়।

এ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ০৯ (নয়) বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নের একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

অর্থ বছর	প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	উপকার ভোগীর সংখ্যা (লক্ষ)
২০০৯-২০১০	৪৬৫	৯০০০.০০	৮৯১৫.০০	৩.৩৩
২০১০-২০১১	৪৭০	৮৯৫৫.০০	৮৭৪৩.০০	৩.৩৩
২০১১-২০১২	৬৮০	১৩৭৮৬.৫০	১৩৭৮১.২০	৩.৩৪
২০১২-২০১৩	১০৯১	১৪০৯০.০০	১৩৯৮৪.০০	৫.০০
২০১৩-২০১৪	১৩৫৮	৩৫,৬৭৬.০০	৩৫,৪৮৪.০০	৫.০০
২০১৪-২০১৫	১৬৬৫	৪০,৫০০.০০	৩৯,৫৮৪.০০	৫.০০
২০১৫-২০১৬	৭৮৭	১৯৩১৯	১৯১৭১.৫৩	৪.০০
মোট	৬৫১৬	১৪১৩২৬	১৩৯৬৬২	২৯

■ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছোট ছোট (১২ মি: দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ)

অর্থ বছর	প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	উপকার ভোগীর সংখ্যা (লক্ষ)
২০১০-২০১১	১১৪ টি	২৮০০.০০	২৪৪১.৮৯	
২০১১-২০১২	১১৮ টি	২৮০০.০০	২৭৬১.০২	০.৯০
২০১২-২০১৩	১৪০ টি	৪৩০৫.১৬	৪৩০২.৩৮	০.৯০
২০১৩-২০১৪	১৩৫ টি	২৮০০.০০	২৪৯২.০০	০.৯০
২০১৪-২০১৫	১৩৭টি	৫০০০.০০	৪৯.২৭	০.৯০
২০১৫-২০১৬	১৯৬টি	৫৯২২.০০	৫৬৯৬.৪৫	০.৯
মোট	৮৪০টি	২৩৬২৭.১৬	৪১৩৭০.১৭	৪.৫

■ গ্রামীণ রাস্তায় কম-বেশী ১৫ মিঃ দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ রাস্তায় কম-বেশী ১৫ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ১২৯৯৩টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত। সার্বিক চিত্র নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	মোট জেলার সংখ্যা	মোট উপজেলার সংখ্যা	নির্মিত ব্রীজ/ কালভার্টের সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য (মিঃ)
২০১৫-২১৬	৬৪	৪৯০	৪৮০৪	৪৭,৫৪২
২০১৬-২০১৭	৬৪	৪৯০	৫৬৪৬	৫৭,৬৮৬
২০১৭-২০১৮	৬৪	৪৯০	২৩৩৩	২২,০৭০

চর ইশরকুল গ্রামে মিনার বাড়ির সামনে রাস্তায় নির্মিত ৬০ ফিট দৈর্ঘ্যের ব্রীজ
উপজেলাঃ গঙ্গাচড়া, জেলাঃ রংপুর।

বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক দুর্যোগ প্রবণ একটি দেশ। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে বেঁচে থাকার জন্য সর্বদা প্রস্তুতি থাকতে হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে লাঘব করা সম্ভব। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা পূর্বকাল হতেই এদেশের উপকূলীয় এলাকাসহ দেশের বন্যাপ্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রকার বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী, রাষ্ট্র/সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা দেশের বিভিন্ন এলাকায় এসকল আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। বহুপূর্ব হতে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এসকল আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হওয়ায় সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া খুবই দুষ্কর। বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	অর্থবছর	প্রকল্পের নাম	নির্মিত/নির্মিতব্য কেন্দ্রের সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষটাকা)
১	২০০৮-২০১০	বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায়	৭৪	৩১০৪.২৫
২	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬	বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)	১৫৬	১৬৫২৭.১৪
৩	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০১৮	বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়ে)	৪২৩	৪৪.৩৩

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৫৩টি নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের আইলা বিধ্বস্থ জেলাসমূহে ঘূর্ণিঝড় সহণীয় গৃহনির্মাণ

দুর্যোগকবলিত এলাকার দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্টির জানমাল রক্ষার্থে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় আশ্রয়ের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিশেষ করে আইলা' ২০০৯-তে এসব এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তারা দীর্ঘ দিন যাবৎ খোলা আকাশের নিচে বসবাস করে। এ অবস্থা হতে ভূমিহীন, গরীব ও সহায় সম্বলহীন মানুষের পুনর্বাসনের জন্য ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘর নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন হয়।

এ লক্ষ্যে আইলা' ২০০৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত বরিশাল বিভাগের ০২টি জেলায় (পটুয়াখালী ও বরগুনা) ৫০০টি ঘর নির্মাণ করা হয়। এতে ৫০০টি পরিবারের কমবেশি ৩০০০ লোকের পুনর্বাসন সম্ভব হয়। নিম্নে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণের তথ্যাদি দেওয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	অর্থবছর	প্রকল্পের নাম	নির্মিত গৃহের সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)
০১	২০১০-১৩	"চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের আইলা বিধ্বস্ত জেলাসমূহের চর এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহনির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।	২১৬৫টি	২২৪৯.৬১	২১৬৫
০২	২০১০-১২	জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে খুলনা বিভাগে আইলা বিধ্বস্থ জেলাসমূহে ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ	১৯৭৩টি	২৩৪৭.৯৮	১৯৭৩
০৩	২০১০-১২	জলবায়ু ট্রাষ্টফান্ডের অর্থায়নে বরিশাল বিভাগে আইলা বিধ্বস্থ জেলাসমূহে ঘূর্নিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ।	১৯৫২টি	২২৭৭.৮০	১৯৫২
০৪	২০১২-১৪	জলবায়ু ট্রাষ্টফান্ডের অর্থায়নে খুলনা ও বরিশাল বিভাগে নির্মিত ৩৯১৩টি ঘরের দরজা, জানালা ও দেয়াল নির্মাণ।	৩৯১৩	১৭৫৮.৯৭	৩৯১৩

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

বাংলাদেশ সরকার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনে এবং ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় ১০৭২টি বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এর অংশ হিসেবে ১০০টি বহুমূখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	প্রকল্পের নাম	নির্মিত আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)
মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	১০০ টি		১৯৪৪২.৩৫	দুর্যোগকালীন সময়ে ১০০টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৮৫,০০০ জন এবং ৩০,০০০টি গবাদিপশু আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে।
জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯পর্যন্ত (বাস্তবায়নাধীন)	উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য়পর্যায়) প্রকল্প	২২০ টি	৫৩৩১৬	১১১৬২.৮৫	দুর্যোগকালীন সময়ে ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২,৪২,০০০ জন মানুষ এবং ১৪১ ক্যাটল শেল্টারে ৪২,৩০০টি গবাদিপশু আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস আঘাত করে থাকে। এর ফলে প্রচুর জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা পেতে জনগণ বিভিন্ন স্থানীয় কৌশল অবলম্বন করে তাদের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র উক্ত এলাকার বিপদাপন্ন জনগণের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কিন্তু এলাকা এবং জনসংখ্যা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা অপ্রতুল। কাজেই জনগণ দুর্যোগের মুহূর্তে বিভিন্ন উপ-আনুষ্ঠানিক আশ্রয়কেন্দ্র যেমন শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ এবং বিভিন্ন সরকারি/ ব্যক্তি মালিকানাধীন স্থাপনাতে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এখন পর্যন্ত এর সংখ্যাও খুবই কম এবং যে সকল উপ-আনুষ্ঠানিক সুবিধাদি আছে সেগুলোও ঝুঁকিপূর্ণ এবং ঠিকমত মেরামত করা হয় না। বাংলাদেশ সরকার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনে এবং ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। সে লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় ১০৭২ টি বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। ইতোমধ্যে ১০০ টি বহুমূখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ৫৩৩১৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার ও নির্মাণ

বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকাসমূহ দেশের উপকূলীয় এলাকা হিসেবে পরিচিত। দেশের এ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে প্রায়ই সাইক্লোন এবং জলোচ্ছ্বাস আঘাত করে থাকে। এর ফলে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা পেতে জনগণ বিভিন্ন স্থানীয় কৌশল অবলম্বন করে তাদের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ সরকার, এনজিও এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থা প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনে এবং ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং সেভ দি চিলড্রেন, নবজীবন কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক (শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ এবং বিভিন্ন সরকারি-আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান ভবন) পুরাতন আশ্রয়কেন্দ্র ও কিল্লা মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অর্থ বছর	প্রকল্পের নাম	আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা
জুন ২০১১ হতে জুন, ২০১৫	নব-জীবন প্রকল্প	মেরামত-৫৮ টি নির্মাণ-৭টি	১৩২৭.৯২	৬৫টি আশ্রয়কেন্দ্র ২৬,০০০ জন এবং ৭০০টি গবাদিপশু আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

গ্রামীণ রাস্তা হেরিং বোন বন্ডকরণ

গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ প্রকল্পের আওতায় ১২৩৮.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১৪৫.৫০ কিলোমিটার এইচবিবি রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় ৫৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০৭৮ কিলোমিটার রাস্তা হেরি ংবোন বন্ড করণ করা হয়। আরো ১০৬৭.৫০ কিলোমিটার এইচবিবি রাস্তা নির্মাণের কাজ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে।

চিত্র : হেরিং বোন বন্ডকৃত একটি রাস্তা

Strengthening of the Ministry of Disaster Management & Relief (MoDMR) ProgramAdministration শীর্ষক প্রকল্প

ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে তার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ইজিপিপি, কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার যথা- সামাজিক নিরাপত্তা,খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্রদূরীকরণ এর মাত্রা পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

SMoDMRPA প্রকল্প কর্তৃক জেলা পর্যায়ে জরুরী ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য গাড়ী ও উপজেলায় MIS বাস্তবায়নের জন্য কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে কম্পিউটারাইজড ডাটাবেইজের মাধ্যমে এসকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Strengthening of the Ministry of Disaster Management & Relief (MoDMR) Program Administration নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সংশোধিত মোট বরাদ্দ ২৫৭.৪০ কোটি টাকা। নিম্নে প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলোঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল (সংশোধিত)	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়) সেপ্টেম্বর-১৮ পর্যন্ত
Strengthening of the Ministry of Disaster Management & Relief (MoDMR) Program Administration	০১ জুলাই, ২০১৩ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত	২৫৭৪০	১২০৪৯.৬২

অকাঠামোগত উন্নয়ন

কনভেনশন/সম্মেলন/কর্মশালা আয়োজন

- ৩০-৩১ জুলাই, ২০১৭ মেয়াদে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কনভেনশন আয়োজন করা হয়েছে। কনভেনশনে দেশের গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা পেশাজীবী, জনপ্রতিনিধি, ভূক্তভোগি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত থেকে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ

- ডিসেম্বর ২০১৫, মাসে "প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা" "শীর্ষক ১ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত "ঢাকা ঘোষণা" বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে।

- ১৫-১৭ মে, ২০১৮ মেয়াদে "প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা"-শীর্ষক ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশসহ ২২টি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে ঢাকা ঘোষণা ২০১৫$^{+১}$ গৃহীত হয়।

প্রতিবন্ধি অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলাপ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সক্ষমতা বৃদ্ধি

■ দুর্যোগ সাড়াদানে মহড়া আয়োজন

সারাদেশে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সাড়াদান মহড়া প্রতিবছর আয়োজন করা হয়। মহড়ায় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় এনজিও সমূহ অংশগ্রহণ করে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, United States Army Pacific Command এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহ হতে দুর্যোগ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে বিগত ১০ বছরে ধরে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের ওপরও মহড়া "Disaster Response Exercise and Exchange (DREE) আয়োজন করে আসছে; DREE এ ছাড়াও বিবিধ বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

■ বজ্রপাতে প্রাণহানি হ্রাসের কার্যক্রম গ্রহণ

বজ্রপাতে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সারাদেশে সম্প্রতি ৩১ লক্ষাধিক তালবীজ রোপন করা হয়েছে এবং রোপন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

- নভেম্বর, ২০১৬ মাসে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) এর দিল্লি ঘোষণাপত্রে "ঢাকা ঘোষণা" এর কয়েকটি সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

- যে কোন বড় আকারের দুর্যোগে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীসহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক, এ লক্ষ্যে সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ যৌথভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন করে আসছে। এ সব মহাড়ায় বাংলাদেশকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করেছে US Army Pacific Command।

- এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে জাতিসংঘের মানবকি সহায়তা সমন্বয়কারি সংস্থা UNOCHAএর উদ্যোগে সিভিল-মিলিটারি সমন্বয়ের মাধ্যমে বড় ধরণের দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে মানবিক সহযোগীতার ক্ষেত্রে একক প্লাটফর্ম হিসেবে "রিজিওনাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (RCG)" গঠণ করা হয়। আরসিজি এর প্রথম সম্মেলন থাইল্যান্ডে, ২য় সম্মেলন ফিলিপিনস্- এ এবং ৩য় সম্মেলন সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশকে আরসিজি- ২০১৮ চেয়ারম্যানশীপ প্রদান করা হয়।

- আরসিজি- ২০১৮ এর সম্মেলন ২০১৯ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

- ২০১৫ সালে জাপানের Hyogo তে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় United Nation Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) এর উদ্যোগে গত ১৪-১৮ মার্চ জাপানের Sendai শহরে 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে গৃহীত Sendai framework for Disaster Risk Reduction 2015-30 প্রণয়নে বাংলাদেশ বিশেষ অবদান রাখে। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

■ গবেষণা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ এবং দুর্যোগ বিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সমাপ্ত ও চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইন্টার্নশীপ পরিচালনা করে আসছে।

উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন

২০১৬ সনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন করে প্রত্যেক জেলার দুর্যোগসমূহের প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী দুর্যোগ তথ্যসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য, প্রামাণ্যচিত্র, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে দুর্যোগ সাড়াদানের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি প্রদর্শন করা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল ধারায় সপৃক্তকরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর অধীনে তৃতীয় হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ধাপে ৪৩ টি পাঠ্যপুস্তকে দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশে কয়েকটি পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে।

ভূমিকম্পের মানচিত্র প্রণয়ন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকা ১৬ টি জেলা শহরের ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও সম্ভাব্য ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট কর্পোরেশন এলাকার জন্য ভূমিকম্প কন্টিজেন্সি প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে।

অভিযোজন কার্যক্রম

আইলায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দাকোপ উপজেলার দুটি গ্রামকে দুর্যোগ সহনীয় গ্রামে রূপান্তরের মাধ্যমে ২০০ টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নিজগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ ছাড়া সিডর ও আইলা এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ৫ টি জেলার ১১ টি ইউনিয়নে ৭৪৪ টি কাঠামোগত ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরে আরও ৬২৪ টি কাঠামোগত ক্ষুদ্র প্রকল্প ফরিদপুর, রাজশাহী এবং কক্সবাজার জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরি

বড় ধরণের কোন দুর্যোগ হলে তা সরকারের একার পক্ষে মোকাবিলা করা অত্যন্ত দুরহ। তাই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশে ৬২,০০০ নগর স্বেচ্ছাসেবক-কে প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এই স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্ধারকার্য ও প্রাথমিক চিকিৎসায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৩৫ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টারের অন্তর্ভুক্ত নাগরিক সেবাগুলো দ্রুত জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য গৃহীত উদ্যোগসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

আইভিআর

আইভিআর (Interactive Voice Response) প্রযুক্তির মাধ্যমে হালনাগাদ দুর্যোগের পূর্বাভাস ও আবহাওয়া বার্তা জানার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যে কোন মোবাইল ফোন থেকে ১০৯০ ডায়াল করে দুর্যোগের আগাম বার্তা জানা যায়।

- ১ ডায়াল করে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা;
- ২ ডায়াল করে নদী বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেত;
- ৩ ডায়াল করে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা;
- ৪ ডায়াল করে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত;
- ৫ ডায়াল করে দেশের বিভিন্ন নদ/নদীর পানি হ্রাস বৃদ্ধির অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অবহিত হওয়া যাচ্ছে।

সিপিপি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ইতোমধ্যে ৫৬ হাজারের বেশি সিপিপি স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ ও উদ্ধার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে। তাদের ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে।

সমুদ্র উপকূলবর্তী দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ ১৩টি জেলা যথা: কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলায় সিপিপি'র কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল। সম্প্রতি ৬টি দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ নদী তীরবর্তী জেলা যথা: চাঁদপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ ও ঝালকাঠিকে সিপিপি'র কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- www.cpp.gov.bd শিরোনামে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির নিজস্ব Website চালু করে National Portal এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার দাকোপ, কয়রা, আশাশুনি, শ্যামনগর ও মংলা উপজেলায় সিপিপি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হযেছে এবং জেলাসমূহের ৫টি উপজেলায় ৬৫৪০জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগকৃত স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার সরবরাহ করা হয়েছে।
- খুলনায় কর্মসূচির ১টি জোনাল কার্যালয়, ৫টি উপজেলা কার্যালয় ও ৪৭ টি ইউনিয়ন কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। জোনাল কার্যালয়ের জন্য কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার মেশিন, ডিজিটাল ক্যামেরা ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অফিস সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন ৫টি উপজেলা ও ৪৭টি ইউনিয়ন কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অফিস সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ৫৫,২৬০ স্বেচ্ছাসেবকদের ডিজিটাল ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে
- দাকোপ, কয়রা, শ্যামনগর, আশাশুনি ও মংলা উপজেলার ৪৭ টি ইউনিয়নের সিপিপি ইউনিট টিমলিডার ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে দুর্যোগ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- উপজেলাগুলো ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়নের লক্ষে ২১টি স্টেশনে এন্টিনা মাস্ট স্থাপন এবং ৪৩৬ টি ইউনিটে সংকেত পতাকা উত্তোলনের জন্য ৮৬৮ টি স্থানে ফ্লাগ মাষ্ট স্থাপন করা হয়েছে।
- ভিএইচএফ (Very High Frequency Radio) এবং এইচএফ (High Frequency Radio) স্টেশনগুলোতে ওয়্যারলেস সেট স্থাপন করা হয়েছে।

- সার্বক্ষণিক বেতার যোগাযোগ রক্ষা করার নিমিত্ত সম্প্রসারিত ৫টি উপজেলা ও ১টি জোনাল কার্যালয়ে ৬টি এইচএফ সেট স্থাপন এবং ঝুঁকিপূর্ণ ১৫টি ইউনিয়ের ১৫টি ভিএইচএফ সেট স্থাপন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের ১৩০টি এইচএফ/ ভিএইচএফ বেতার স্টেশনের এর মেরামত করা হয়েছে।
- ১২৫টি এইচএফ ও ভিএইচএফ স্টেশনের ১৫৬টি ভিএইচএফ সেট ও এইচএফ সেট নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে সিপিপি'র সকল স্টেশনের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা ১০০% নিশ্চিত করা হয়েছে।
- সিপিপি'র অফিসগুলো তথ্য প্রযুক্তির অধীন আনয়নের জন্য মাঠপর্যায়ে ৩২টি এবং প্রধান কার্যালয়ে ২টিসহ মোট ৩৪টি কম্পিউটার ও ৩৩টি ডিজিটাল ক্যামেরা সরবরাহ করা হয়।

নগর স্বেচ্ছাসেবক গঠন

বড় ধরণের কোন দুর্যোগ হলে তা সরকারের একার পক্ষে মোকাবিলা করা দুরূহ ব্যাপার। তাই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দেশে ৬২০০০ জন নগর স্বেচ্ছাসেবক-কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্ধারকার্য ও প্রাথমিক চিকিৎসায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৩২০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বাজেটে অর্থ বরাদ্দের প্রবৃদ্ধি

বিগত ২০১০-১১ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ৬৯.১১% বৃদ্ধি করা হয়। নিম্নে বিস্তারিত প্রদর্শন করা হলোঃ

অর্থবছর	মোট বাজেট (হাজার টাকায়)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১০-২০১১	৫৭১১,১৯,৪০	-
২০১১-২০১২	৫৪৫১,৬০,৪২	(৪.৫৪)
২০১২-২০১৩	৫৮৫৭,৭২,৩০	৭.৪৭
২০১৩-২০১৪	৬৩৫৯,৯৮,৬৪	৮.৫৭
২০১৪-২০১৫	৬৮৫৭,৭২,৯৩	৭.৮১
২০১৫-২০১৬	৭৭৭০,৮৭,৬৬	১৩.৩১
২০১৬-২০১৭	৮৯৪৭,০৭,০৯	১৫.১৩
২০১৭-২০১৮	৮৬৮১,৯৯,২৭	(২.৯৬)
২০১৮-২০১৯	৯৬৫৮,৫১,২৩	১১.২৪
২০১০-১১ এর তুলনায় ২০১৮-১৯ এ বরাদ্দের প্রবৃদ্ধি	-	৬৯.১১

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের উন্নয়ন

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) সাধারণ ও বিশেষ কর্মসূচি

২০০৯-২০১০ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় সাধারণ ও বিশেষখাতে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ, ব্যয়, প্রকল্প সংখ্যা, সুফলভোগীর সংখ্যা ও কাজের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য (মেঃটন/টাকা)	বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	সুফলভোগীর সংখ্যা
২০০৯-২০১০	৩,৩৭,২৫০ মেঃটন	৩৭,৭৫৭	১,৩৭,৯৬৫
২০১০-২০১১	৭৭,৩২৭ মেঃটন	১৯,৮০৪	৭৩৮৮৫
	২৭৪,৬০,০০,০০০ টাকা		৪১,৬৬৬
২০১১-২০১২	৩,২৩,৪২৩ মেঃটন	৪০,৫৩৭	১,৩৪,২৭৫
২০১২-২০১৩	৩,৫৯,৫৭৮ মেঃটন	৩৫,৯৭৫	১,৪৮,১৯৬
২০১৩-২০১৪	১,৫৮,২১৫ মেঃটন ৪২৮,২৩,৩২,২৬৭ টাকা	৫১৪৪	৬,৪৯,০৮০
২০১৪-২০১৫	২,৭১,৯৮৮ মেঃটন	৩৩,০২৫	
	১১৩,৩২,০৪,০০০ টাকা		৪,৩৪,৩৯০
২০১৫-২০১৬	২০১,৪৫০.৭১৫ মেঃটন ৫৬৪৫৯০২৯৮৪ টাকা	২৮,৯০২	১৯,৪৩,৮১০ ৬,১৫,৩২২
২০১৬-২০১৭	১৪৩৫,২১,৯৮,২৫৮ টাকা	৭৬,০৮৮	২৫,৪৯,৯৯৯
২০১৭-২০১৮	১,৭৫,৭৯৭.১৮৮৭ মেঃটন ৮৯৯,৫৫,৮৪,৯০০ টাকা	৮৪৮২৪	কার্যক্রম চলমান

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি

২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় সাধারণ ও বিশেষ খাতে বরাদ্দ (গম/চাল), ব্যয়িত, অব্যয়িত খাদ্যশস্যের পরিমাণ, প্রকল্প সংখ্যা, সুফলভোগীর সংখ্যা ও কাজের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য পরিমাণ (মে:টন/টাকা)	বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	সুফলভোগীর সংখ্যা
২০০৯-১০	৩,৮৫,৮১৩	২,৮৫,৮১৩	৩,৩৭,৯৭২
২০১০-১১	১,৮০,০০০ ৩৭৭,১০,০০,০০০	১,৯০,২৩৩	২,৭৬,৩৭৮
২০১১-১২	৩,২৮,০৬০	১,৯৫,০৫০	২,৮৭,২৩০
২০১২-১৩	৩,৯০,৬০০	১,৮২,১৫৩	৩১,২৫,০০০
২০১৩-১৪	৪,১১০৪৬	২,১৮,১০৫	৩৩,৪৯,৯৯২
২০১৪-১৫	২,৩৭,৮৫৩ ৪৪৩,৩০,০০,২০০	২,১৯,২৫৯	৩১,২৭,১৪৫
২০১৫-১৬	১,৯৯,৮৯৩ ৫৭৩,৪৯,২৮,৪০৫	৩,৮৩,৯৩৯	৯৬,৩৫,১০১
২০১৬-১৭	১২৮০,১১,০১,৭৯১	১,৫৩,০০৩	২৪,০৭,৮৯৫
২০১৭-১৮	৪৫৬,৭৩,০৩,৮০৪.৪২	১,৪০,০০০	-

গোপালগঞ্জ জেলাধীন কাশিয়ানী উপজেলার ১৮ নং কাশিয়ানী ইউনিয়নে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় "কাশিয়ানী বারহাট ফহম শিকদারের ঘাট হইতে বার হাটপুর রাস্তা পুনর্নির্মাণ প্রকল্প"

টিআর কর্মসূচির আওতায় রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে

অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহ

- **১ম পর্যায়**

  Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation on Earthquake and other Disaster (Phase I) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পে উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত ৬৯ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিকম্পে উদ্ধার ও অনুসন্ধান যন্ত্রপাতিসমূহের চাবি হস্তান্তরকরণ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১০

Excavator (Heavy & Light) ও Dozzar: দুর্ঘটনাস্থল থেকে কংক্রীটসহ অন্যান্য ধ্বংসস্তুপ ব্যাপক আকারে স্থানান্তরের কাজে ব্যবহৃত হয়।

টার্ণ টেবল লেডার

মাল্টিপারপাস ভেহিক্যাল

- **২য় পর্যায়**

এ প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা এবং দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কাজে জরুরী ভিত্তিতে সাড়া দেওয়ার এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩১২৩.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং আমর্ড ফোর্সেস ডিভিশনের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহপূর্বক হস্তান্তর করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের জন্য একটি শেড নির্মাণ করা হয়েছে।

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির (ইজিপিপি) আওতায় ৭৮ লক্ষ গ্রামীণ কর্মক্ষম শ্রমিকের জন্য ৮০ দিনের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র ২০% হ্রাস পেয়েছে।

বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার ইজিপিপি প্রকল্পের রাস্তায় কর্মরত শ্রমিকদের একাংশ

দুর্যোগ প্রশমন ও ঝুঁকিহ্রাস

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ীত Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিগত চার বছরের (২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪) প্রধান অর্জন সমূহ

- প্রশিক্ষণ ও মহড়া

  ১২ টি জেলায় ৪৪৫০ জন নারী ও ৮৬১৪ জন পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ক্রয়

❖ ১২ টি ইমার্জেন্সী পিকআপ ক্রয় করে সিডর এ ক্ষতিগ্রস্ত ১২ টি জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে। ৬৪ টি হ্যান্ড টুল সেট, ১৪৪ টি হ্যান্ডি মেগাফোন, ১৪৪ টি স্ট্রেচার, ১৪৪ টি ফাস্ট এইড কিট ক্রয় করে সিডর এ ক্ষতিগ্রস্ত ১২ টি জেলায় বিতরণ করা হয়েছে।

❖ ৭৬৮ টি বডি হারনেস, অরেঞ্জ ভেস্ট ও আইডেন্টিফিকেশন কার্ড, কশান টেপ, ১৪৪ টি টেন্ট ও গ্রাউন্ড সীট, ৭৬৮ টি ফ্লাশ লাইট ও পোর্টেবল জেনারেটর ক্রয় করে সিডর এ ক্ষতিগ্রস্ত ১২ টি জেলায় বিতরণ করা হয়েছে।

❖ দুর্যোগকালীন সময়ে আগাম সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ ৩৫ টি উপজেলায় পোল ফিটেড মেগাফোন সাইরেন স্থাপন করা হয়েছে। ৬ টি মোবাইল এ্যাম্বুলেন্স বোট ক্রয় করে ৬ টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ভোলা এবং চট্টগ্রাম) বিতরণ করা হয়েছে।

- ৪ টি সী সার্চ এন্ড রেসকিউ বোট ক্রয় করে কোস্ট গার্ডকে ৩ টি ও র‍্যাবকে ১ টি বোট প্রদান করা হয়েছে।
- ১২ টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট ক্রয় করে উপকূলীয় ১২ টি জেলা প্রশাসন-কে প্রদান করা হয়েছে।
- দুর্যোগকালীন সময়ে উপকূলীয় জেলার সাথে স্বাভাবিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে গেলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সচল রাখার জন্য জরুরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য ১৩ টি স্যাটালাইট ফোন ক্রয়পূর্বক বিতরণ করা হয়েছে।

৪ টি সী সার্চ এন্ড রেসকিউ বোট এবং ১২ টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট হস্তান্তর অনুষ্ঠান

উপকূলীয় অঞ্চলে পানীয় জল বিশুদ্ধকরণ

প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকূলীয় এলাকায় জনগণের সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৩০ টি ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সংগ্রহ করা হয়েছে যা যেকোন স্থানে নিয়ে গিয়ে পুকুর/নদী ও লবণাক্ত জলাধারের পানি স্বল্প খরচে পরিশোধন করা যায়। ২২ টি স্থায়ী ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।

ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আধুনিকায়ণ

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০২০ মেয়াদে ৫০.১২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে Emergency Response Coordination Centre (ERCC) স্থাপন ও National Disaster Management Reaserch and Training Institute (NDMRTI) আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিকতর দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন করছে। এর আলোকে এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কারিগরি ও আঞ্চলিক সহায়তাদানকারী বেশ কয়েকটি দেশ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে বিভিন্ন চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে এবং করছে। SAARC Disaster Management Centre (SDMC)এর গভর্নিং বোর্ডের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এর কার্যক্রমে বিভিন্ন Roadmap তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।

Social Protection Management Information System (SPMIS) স্থাপন

সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী কর্মসূচির সুষ্ঠ তদারকী ও নীতি নির্ধারণে সহায়তার জন্য বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ/বিতরণ কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি ডাটাবেইজ এ সংরক্ষণ করার জন্য ওয়েবসাইট ভিত্তিক SPMIS প্রবর্তন করা হয়েছে।

Cyclone Shelter Database প্রণয়ন

উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি ওয়েবসাইট ভিত্তিক ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ডাটাবেইজটিতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলির কাঠামোগত এবং আনুষাঙ্গিক তথ্য যেমন: ভৌগোলিক অবস্থান (অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ), ব্যবহার উপযোগিতা, ধারনক্ষমতা, ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ডাটাবেইজটির তথ্য ব্যবহার করে নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের সঠিক স্থান নির্ধারণ করা, ঘূর্ণিঝড়ের সময় লোকজনকে আশ্রয়কেন্দ্র আনার জন্য উপযুক্ত পথ নির্ধারণ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও মেরামতের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা যাবে।

Microzonation Map প্রণয়ন

আইসিটি নির্ভর Microzonation Map ভুমিকম্পের ঝুঁকি মুক্ত নগরায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যা শহরের ভৌত পরিকল্পনা, উপযুক্ত ভূমি ব্যবহার, নতুন নগরায়নের উপযুক্ত স্থান চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিল্ডিং কোড হালনাগাদকরণ, পুরানো অবকাঠামো মেরামত/পুন:নির্মাণ/রেট্রোফিটিং কাজে ব্যবহার করা হয়। ভূমিকম্পজণিত বিপদাপন্ন এবং ঝুঁকি বিবেচনা করে দেশের তিনটি বড় শহর যথা: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে Microzonation Map তৈরি করা হয়েছে। দেশের ঝুঁকিপূর্ণ আরো ৬ টি শহর যথা: টাংগাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং রাজশাহীর Microzonation Map তৈরি করা হয়েছে।

■ Inundation Map/Risk Map for Storm Surge প্রণয়ন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-উপকূলীয় অঞ্চল প্রায় প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় জনিত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়, ফলে জীবন-জীবিকা এবং অবকাঠামোর ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস জনিত বন্যার স্থান ভিত্তিক গভীরতার তথ্য নির্ভর Inundation Map/Risk Map for Storm Surge তৈরি করা হয়েছে। এ মানচিত্র হতে এ সকল এলাকার ঘর বাড়ির ভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে, আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচুতে করতে হবে, তার ধারণা পাওয়া যায়।

■ MRV কার্যক্রম

Multi-hazard Risk and Vulnerability Assessment (MRVA) প্রকল্পের আওতায় নিম্নরুপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- সারা দেশব্যাপী হ্যাজার্ডভিত্তিক ভালনারেবিলিটি এ্যাসেসমেন্ট, ম্যাপিং ও মডেলিং
- প্রাকৃতিক আপদগুলোর (বন্যা, খরা, সুনামি, ভূমিধ্বস ইত্যাদি আপদ) ঝুঁকি নিরূপণের জন্য প্রাথমিক ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে এবং ঝুঁকি নিরূপণের বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।
- MRVA কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত কর্মকর্তাদের Capacity Building এর অংশ হিসেবে নেদারল্যান্ডস এ ৯ সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- GIS for Disaster Risk Management Courseএর উপর ৩ জন কর্মকর্তাকে ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে ২ সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- End-to-End Early Warning System Course এর উপর ৬ জন কর্মকর্তাকে ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে ৫ দিনের একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- Earthquake Vulnerability Reduction Course এর উপর ৪ জন কর্মকর্তাকে ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে ২ সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ৭ জন কর্মকর্তাকে জাপান, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডে ১০ দিনের একটি Study Tour আয়োজন করা হয়েছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে MRVA এর Capacity Building এর অংশ হিসেবে ৩৫৫ টি জেলার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

■ মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (খাদ্যশস্য)

সরকারি /বেসরকারি এতিমখানা/ লিল্লাহবোর্ডিং /শিশুসদন, অনাথ আশ্রম, মুসাফিরখানা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় বিগত ৯ বছর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের বিবরণ নিম্নরূপ।

অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমাণ (মে.টন)	উপকারভোগীর সংখ্যা (পরিবার)
২০০৯-২০১০	৪১,৫২০.০০০	১৩,৮৪,০০০
২০১০-২০১১	৫১,৯৬৩.০০০	১৭,৬৫,৪৪০
২০১১-২০১২	৫১,০৬২.০০০	১৭,০২,০৭০
২০১২-২০১৩	৫০,০৮২.০০০	১৬,৬৯,৪০০
২০১৩-২০১৪	৩৫,১৯৪.০০০	১১,৭৩,১৩৫
২০১৪-২০১৫	৩৯,০১১.০০০	১২,৯৬,৭২০
২০১৫-২০১৬	৪২,২০৫.০০০	১৪,০৮,৩৪০
২০১৬-২০১৭	৪৩,৮৫৫.০০০	১৪,৬১,৮৩৫
২০১৭-২০১৮	১,০১,১৭১.০০০	৩৩,৭২,৩৭০

■ মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (নগদ অর্থ)

কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙন, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জিআর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বরাদ্দ প্রদান করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন ব্যক্তি নিহত হলে এ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জেলা প্রশাসকগণ মৃতের পরিবারকে এককালীন ১০০০০ হতে ২৫০০০ টাকা, আহত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য ৫০০০ হতে ১৫০০০ টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৩০০০ হতে ৭৫০০ টাকা বিতরণ করতে পারেন। বর্ণিত কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী যে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তার বিগত ০৯ (নয়) অর্থ বছরের বিবরণ নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (পরিবার)
২০০৯-২০১০	৬৭০.৯০	২২,৩৬৪
২০১০-২০১১	৪৬৪.৯৬	১৫,৪৯৮
২০১১-২০১২	৪৪৯.২৩	১৪,৯৭৪
২০১২-২০১৩	১৭৪৭.৬৬	৫৮,২৫৬
২০১৩-২০১৪	৬০৭.০০	১৬,৮৩৭
২০১৪-২০১৫	১১২৭.০৩	২৪,২৩৫
২০১৫-২০১৬	১১৯৯.৭৫	৩৯,৯৯২
২০১৬-২০১৭	১৯৫১.৯৭	৬৫,০৬৬
২০১৭-২০১৮	১৫৭১.৯৯	৫২,৪০০
মোট	৯৭৯০.৪৯	৩০৯৬২২

গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী (টাকা) বরাদ্দ

কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, নদীভাঙন, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করত: বিদ্যমান নীতিমালায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরীর সহায়তা বাবদ আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় । বিগত ০৮ বছরে যে পরিমাণ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ

অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)
২০০৯-২০১০	১১,০৩৭.৮০	১৪,৭৫০ জন
২০১০-২০১১	৩২৭.০০	১৫,০৪৫ জন
২০১১-২০১২	৩২৮.০০	২২,২০০ জন
২০১২-২০১৩	১২৩০.৫৪	৪১,০১৮ জন
২০১৩-২০১৪	৭৮৮.৩১	২৬,৩৫০ জন
২০১৪-২০১৫	১২৮৮.০০	৪১,৬৯৪জন
২০১৫-২০১৬	১২৩৬.৮৪	৪০,৭৩০জন
২০১৬-২০১৭	১৫৮৪.৪৫	৫২,৮১৫জন
২০১৭-২০১৮	১৯৯৩.১৪	৬৬,৪৩৮জন
মোট	১৯৮১৪.০৮	৩২১০৪০ জন

ভিজিএফ কর্মসূচি

বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা, নদীভাঙন, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি দুর্যোগ প্রতিবছরই বাংলাদেশের লোকজন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। দু:স্থ ও দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, কর্মহীন সময়ে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা ইত্যাদি কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে ০৯ (নয়) বছরে দুঃস্থ উপকারভোগীর জন্য খাদ্য সহায়তা হিসাবে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	দশ বছরের অর্জন	
	পরিমাণগত চাল (মে:টন)	সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা
২০০৮-২০০৯	৫২৫০৩৭.৪৮০	৭২,৯০,২৬২
২০০৯-২০১০	২,৪৮,৫৮০.৩৮০	১,১২,১৯,৭২৮
২০১০-২০১১	১,১৫,৩০০.৯২০	৫৪,৮৯,৫৭১
২০১১-২০১২	১,৫৯,৩৭৬.৬৬০	৭০,৬০,২৩১
২০১২-২০১৩	২,৫৫,৬৫৪.১০০	১,২৬,২৫,৭০৮
২০১৩-২০১৪	৩,৫৪,১৭২.৩০০	১,০৩,৩১,৭১২
২০১৪-২০১৫	৪,০০,০০০	১,০১,৫৪,৯৯৩
২০১৫-২০১৬	১,৬৩,৭২৫.৫৪৪	১,০৮,২৬,৭৮৯
২০১৬-২০১৭	৩,০০,২৮৪.৫৫৪	২,১২,৬৫,৫৯৮
২০১৭-২০১৮	২,৭৫,৪৯৯.০২০	১,৪১,১৫,৭৩২
মোট	২৭৯৭৬৩০	১১০৩৮০৩২৪

শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ

প্রতিবছরই শীত মৌসুমে শীতার্ত দু:স্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়ে আসছে। শীত মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল, চাদর ইত্যাদি ক্রয় পূর্বক মজুদ/সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বিগত ০৯ (নয়) বছরে বিতরণকৃত কম্বলের বিবরণ নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	বরাদ্দ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০০৯-২০১০	৩,৩১,৭৮০	৩,৩১,৭৮০
২০১০-২০১১	২,৫৮,৬৩০	২,৫৮,৬৩০
২০১১-২০১২	৪,০৬,৭০০	৪,০৬,৭০০
২০১২-২০১৩	২,২০,০০০	২,২০,০০০
২০১৩-২০১৪	৩,০৪,৪০০	৩,০৪,৪০০
২০১৪-২০১৫	৯,২৪,০০০	৯,২৪,০০০
২০১৫-২০১৬	১৪,৩৮,৬৭৫	১৪,৩৮,৬৭৫
২০১৬-২০১৭	২২,৬৩,২১৬	২২,৬৩,২১৬
২০১৭-২০১৮	৩০,১১,৭৫০	৩০,১১,৭৫০
মোট	৯১৫৯১৫১	৯১৫৯১৫১

ঢেউটিন বিতরণ

দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে থোক হিসেবে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙন, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতির পরিমাণ এবং এলাকার লোকসংখ্যার ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ঢেউটিন বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ৯ (নয়) বছরে বিতরণকৃত ঢেউটিনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো

অর্থবছর	বরাদ্দ (বান্ডিল)	উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)
২০০৯-২০১০	১৪,৭৫০	১৪,৭৫০
২০১০-২০১১	১৫,০৪৫	১৫,০৪৫
২০১১-২০১২	২২,২০০	২২,২০০
২০১২-২০১৩	৪১,০১৮	৪১,০১৮
২০১৩-২০১৪	২৬,৩৫০	২৬,৩৫০
২০১৪-২০১৫	৪১,৬৯৪	৪১,৬৯৪
২০১৫-২০১৬	৪০,৭৩০	৪০,৭৩০
২০১৬-২০১৭	৫২,৮১৫	৫২,৮১৫
২০১৭-২০১৮	৬৬,৪৩৮	৬৬,৪৩৮
মোট	৩২১০৪০	৩২১০৪০

দুর্যোগ সাড়াদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

২০১৭ সালে হাওরে সংঘঠিত আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩০ হাজার পরিবারকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাউল ও নগদ ৫০০ টাকা পরবর্তী ফসল না ওঠা পর্যন্ত (১৩ মাস) সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পুরস্কার/খেতাব লাভ

■ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদার অফ হিউম্যানিটি খেতাব অর্জন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের শরণার্থী বিষয়ক সেলের তত্ত্বধানে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। রোহিঙ্গা সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন একটি শ্রদ্ধা ও সমীহের নাম। যারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার চর্চায় দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ফোরামে অংশ গ্রহণ করেন তারা স্বীকার করেন যে, কিরূপ আগ্রহ ও শ্রদ্ধায় বিদেশীরা বাংলাদেশের এ সাফল্যের বিষয় জানতে চান। বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সনে দেশে সংঘঠিত ৫ টি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মানব সৃষ্ট রোহিঙ্গা সংকট সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করেছে। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বরাবরের ন্যায় সার্বক্ষণিক তদারকী ও নির্দেশনার মাধ্যমে ধৈর্য, সাহস আর বিচক্ষণতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

- ২০১৭ সনের আগস্টের শেষ সপ্তাহে নির্যাতিত ও বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানব স্রোত নাফ নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তারা যখন উখিয়া টেকনাফের পথে-ঘাটে আশ্রয়ের আশায় অভুক্ত মানবেতর জীবন যাপন করছিল তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন তাদের খাদ্য, চিকিৎসা, মাথা গোজার ঠাঁই দেওয়ার জন্য। লক্ষ লক্ষ বিতাড়িত নিরস্ত্র অভুক্ত অসহায় মুসলমান নরনারী- শিশু বৃদ্ধকে পুশব্যাক করা হচ্ছে- কেমন অমানবিক নিষ্ঠুর হত সে দৃশ্য!! এর ফলাফল আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য কতটা হুমকি হত!! উন্নয়নের পথে অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে চলা শান্তিময় বাংলাদেশকে মোকাবিলা করতে হতো কী ধরনের জটিল পরিস্থিতি!! শান্তি ও বিবেচনার দ্বার খোলা রাখলো বাংলাদেশ, এতে মিলল বিশ্ব বিবেকের সাড়া। সমগ্র পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে বাঙালি জাতি ও তার সাহসী বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে পাশে দাঁড়ায়। প্রধানমন্ত্রী ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে রোহিঙ্গাদের দুর্দশা দেখতে যান, সান্ত্বনা দেন আর নির্দেশনা দেন মানবিক সহায়তার।

- শুরু হয় ত্রাণ মানবিক সহায়তার। স্থানীয় জনসাধারণের দান ও সরকারি সহায়তায় নোঙর খানা খোলার পাশাপাশি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ শুরু হয়। তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য ২০০০ একর জায়গার ব্যবস্থা করা হয় উখিয়ায়। UNHCR ও IOMসহ অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় গৃহ নির্মাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ লোকের জন্য ১.৫ লক্ষ ঘর নির্মাণের কাজ শেষ হয়। বর্তমানে সেখানে

৬ হাজার একর জায়গায় সাড়ে ১১লক্ষ লোকের জন্য ২ লক্ষ ১২ হাজার ৫৪৫ টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। সমগ্র এলাকাটি ৩০টি ব্লকে ভাগ করে প্রতিটি ক্যাম্পে ১জন করে সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার নেতৃত্বে জন বল পদায়ন করে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো দাড় করানো হয়। বর্তমানে প্রত্যেকটি পরিবারকে (৮ সদস্য) মাসে ১২০ কেজি চাল, ২৭ কেজি ডাল, ১২ লিটার তেলসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত WFP এ সহায়তা দিবে বলে বাংলাদেশ সরকারকে আশ্বস্ত করেছে। এর বাইরেও জনসাধারণ ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত আছে।

- ক্যাম্পগুলোতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার নলকুপ, ৫৬ হাজার শৌচাগার ও ১৩ হাজার গোসল খানা স্থাপন করা হয়েছে। UNICEF, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ব্র্যাকসহ বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

- বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় সৌরবাতির পাশাপাশি ক্যাম্প এলাকায় ১৭ কি.মি বিদ্যুৎ সংযোগ লাইন তৈরি হয়েছে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহায়তায়, ক্যাম্প এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় ১২কি.মি ও UNHCR এর সহায়তায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ১০ কি.মি মূল সংযোগ সড়ক তৈরি করা হয়। IOM তৈরি করে আরো সাড়ে ৬ কি.মি রাস্তা। এছাড়াও নির্মাণ করা হয় ৩ টি বক্স কালভার্ট ও ৯টি পাইপ কালভার্ট।

- JICA ও IOMএর সহায়তায় নির্মিত হচ্ছে ৩০ হাজার লোকের জন্য পানি সরবরাহে সক্ষম একটি ১৪০০ ফুট গভীরতার বৃহৎ নলকুপ। পানি প্রবাহ ঠিক রেখে পাহাড়ধস প্রতিরোধের জন্য ৩০ কি.মি খাল খনন করা হয়। এছাড়াও প্রতিনিয়তই চলছে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

- এসব মানুষের জন্য বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশ ও সংস্থার সহায়তায় ইতোমধ্যেই ৭ টি ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। ১৬২ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রয়েছে ৯৬৩ টি আইপিডি বেড। এছাড়াও কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ১২ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের দিচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা। স্বাস্থ্যঝুঁকি ও মহামারি মোকাবিলায় শুরু থেকেই কলেরাসহ অন্যান্য রোগের টিকাদান ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া হয়। অক্টোবর/২০১৮ পর্যন্ত প্রায় "৪৩ লক্ষ রোগীকে" স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়েছে। চক্ষু চিকিৎসা, গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, শিশুরোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশে এক বছর অতিক্রান্ত হলেও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কেউ অনাহারে কিংবা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়নি। সারা পৃথিবীর গণমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক সংস্থার আশংঙ্কা ছিল বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক ৫০ হাজার লোককে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দুর্যোগ আসার আগেই নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়। ১ লক্ষ ৯১ হাজার ঘর মজবুত করা হয়। সিমুলেশন ও মহড়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ, রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি এবং দুর্যোগে আশ্রয়স্থল নির্ধারণসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সফলভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা করা হয়।

- গত এক বছরে বাস্তবায়িত সকল কাজের বর্ণনা এ লেখার কলেবর বাড়াবে বিধায় রোহিঙ্গা সংকট শুরুর সপ্তাহগুলোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ নির্দেশনা ও বাংলাদেশের মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনার সক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হল। ২০১৭ সালে বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান Refugee Host Country হিসাবে চিহ্নিত হয়। বাংলাদেশের একটি জেলায় যত লোক বাস করে তত সংখ্যক লোক অকস্মাৎ স্রোতের মত এসে হাজির হয়। অভূক্ত, পথক্লান্ত, বিতাড়িত নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধের জন্য তাৎক্ষণিক খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা বিপুল চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতিভাত হয়।

- কে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান তা আমরা দেখিনি, আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখি এবং মানবিক কারণেই পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় দিয়েছি। আমরা তো অমানুষ ও অমানবিক হতে পারিনা। আমরা যদি ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারি তবে ৭ লক্ষ লোককে খাওয়াতে পারব.. প্রয়োজনে খাবার ভাগ করে খাব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ মানবিক অবস্থান যেন তাৎক্ষণিক একটি চকিত বার্তা হিসেবে সমগ্র জাতিকে একসুতোয় গেথে জাগিয়ে দেয়। "যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে" সবাই সরকারের উদ্যোগের পাশে দাঁড়ায়। নজীরবিহীন দ্রুততায় ও দক্ষতায় সকল দপ্তরের সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন শুরু হয়।

- ১৪ সেপ্টেম্বর মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ২২টি কর্মকৌশল নির্ধারিত করা বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রসমূহ হতে সহায়তার প্রতিশ্রুতি আসতে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, তুরস্ক, কাতার, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, জাপান, সুইজারল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উচ্চ পর্যায়ের সরকারের প্রতিনিধি, জাতিসংঘের মহাসচিব, ওআইসির মহাসচিব, বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘ শরনার্থী হাই কমিশনার, বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রধান, আইওএমএর প্রধানসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে আসেন। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় তাঁরা বাংলাদেশের অবদান শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ প্রশংসার সাথে স্বীকার করে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

- এ সময়েই কক্সবাজারে মাঠপর্যায়ে সাড়ে ১১ লক্ষ নি:স্ব মানুষের দৈনন্দিন সমস্ত মানবিক প্রয়োজন তাৎক্ষণিক মেটানোর এক বিশাল চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের কাজ মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক রোহিঙ্গা সমস্যাকে level-3 পর্যায়ের দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের সাহস, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আরো একবার সাফল্যজনকভাবে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিলো বাংলাদেশ যে কোন সংকট মোকাবিলা করতে জানে। নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়নের বিপরীতে মানবতা ও মমত্ববোধ, একগুয়েমীর বিপরীতে শান্তি ও স্থিতিশীলতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববাসীর নিকট আখ্যায়িত হন "মাদার অব হিউম্যানিটি"।

- নিপীড়িত এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য শুধু মানবিক সহায়তা কিংবা সাময়িক আশ্রয় নয় মানুষ হিসেবে সম্মান, অধিকার ও আত্মপরিচয় নিয়ে নিজ দেশে তারা যেন বসবাসের অধিকার পায় সেজন্য জাতিসংঘসহ বিশ্ব গণমাধ্যমে ও অন্যান্য ফোরামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়চিত্তে সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করে চলেছেন। "মায়ানমারকে অবশ্যই তার নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে হবে" রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান মায়ানমারকেই করতে হবে, মর্মে তিনি দ্ব্যর্থহীন আহ্বান জানিয়েছেন, জাতিসংঘের দুটি সাধারণ অধিবেশনে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে যথাক্রমে পাঁচদফা ও তিনদফা সুপারিশ পেশ করেছেন।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থাপিত পাঁচটি প্রস্তাব

এক. অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মায়ানমারে সহিংসতা ও জাতিগত নিধন নি:শর্তে বন্ধ করা;

দুই. অনতিবিলম্বে মায়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল (Facts Finding Mission) প্রেরণ করা।

তিন. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা এবং এ লক্ষ্যে মায়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় (Safe Zones) গড়ে তোলা;

চার. রাখাইন রাজ্য হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গাকে মায়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা;

পাঁচ. কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নি:শর্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

প্রস্তাবসমূহের মধ্যে ২ নম্বর প্রস্তাব ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে অর্থাৎ জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক ইতোমধ্যে মায়ানমারে সত্য উৎঘাটন দল প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত সত্য উদঘাটন দল কর্তৃক প্রতিবেদনও দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২০১৮ সালে ৭৩তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনটি নতুন প্রস্তাব উপস্থাপন করেন

এক. মায়ানমারকে অবশ্যই বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি বিলোপ এবং রোহিঙ্গাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধ ও তাদের দেশ হতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে।

দুই. মায়ানমারকে অবশ্যই রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদানের সঠিক উপায়, নিরাপত্তা নিশ্চিত ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষায় মায়ানমারের ভেতরে 'সেফ জোন' তৈরি করতে হবে।

তিন. মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৈরাজ্য রোধে অপরাধীদের জবাবদিহিতা, বিচার, বিশ্লেষণ করা।

- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এবারের অন্যতম প্রধান ইস্যু ছিল রোহিঙ্গা সংকট। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল বাংলাদেশ এবং এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের আওতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশের পক্ষে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের রূপরেখা তুলে ধরেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

- এ বছর রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে মানবিক ও দায়িত্বশীল নীতির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' ও '২০১৮ স্পেশাল ডিস্টিংশন অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' নামক দু'টি সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত করা হন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সম্মাননা উৎসর্গ করেছেন এদেশের মানুষের উদ্দেশ্যে যারা হৃদয় খুলে, ঘর খুলে অসহায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে আশ্রয়দানে অসাধারণ মানবীয় ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ দু'টি বৈশ্বিক পুরস্কারে ভূষিত হন

- ❖ International Achievement Award এবং
- ❖ 2018 Special Distinction Award for Leadership

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে Inter-Press Service UN প্রদত্ত ইন্টারন্যাশনাল এচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন (বৃহস্পতিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮)। - পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের পার্ক এভিনিউতে Gloal Hope Coalition এর আয়োজনে প্রদত্ত 'স্পেশাল ডিসটিংশন এ্যাওয়ার্ড ফর আউস্ট্যন্ডিং লিডারশিপ' এ্যাওয়ার্ড গ্রহন করেন (বৃহস্পতিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮) - পিআইডি

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- ১১ লক্ষাধিক বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন করা হয়েছে।
- তাদের জন্য আশ্রয়স্থল, খাদ্য, চিকিৎসা, বিশুদ্ধ পানি, ল্যাট্রিন, পয়:নিস্কাশন, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত করা হয়েছে।
- রোহিঙ্গাদের মধ্যে নির্মাণ সামগ্রী প্রদানপূর্বক তাদের নিজেদের শেল্টার নিজেদেরকেই তৈরি করার দায়িত্ব প্রদান করে দ্রুততার সাথে শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে।
- মহিলা প্রধান পরিবার এবং সক্ষম পুরুষবিহীন পরিবারের শেল্টারসমূহ সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।
- প্রথমদিকে ত্রাণ কার্যক্রমে স্থানীয় লোকজনসহ বাংলাদেশের বহুসংখ্যক লোকের সক্রিয় ও স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে আশ্রয় গ্রহণকারীদের কোন দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি।

- অতি দ্রুততার সাথে সরকারের বিভিন্ন এজেন্সিকে ত্রাণ কাজে সম্পৃক্ত করা হয়।
- সরকারের নেতৃত্বে জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সিসহ দেশী-বিদেশী এনজিওকে ত্রাণ কার্যে সম্পৃক্ত করে মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বিতভাবে পরিচালনা করা হয়েছে।
- জাতিসংঘ রোহিঙ্গা সমস্যাকে লেভেল-৩ পর্যায়ের দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সফলভাবে এ সমস্যা মোকাবিলা করা হয়েছে।
- খাদ্যের অভাবে কিংবা বিনা চিকিৎসায় বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী কোন রোহিঙ্গা মৃত্যুবরণ করেনি।
- যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ক্যাম্প এলাকা জনস্বাস্থ্যের অনুকূল রাখা সম্ভব হয়েছে।
- সম্ভাব্য দুর্যোগ (ভূমিধস ও বন্যা) ঝুঁকিপূর্ণ স্থান হতে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়াসহ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করার ফলে বর্ষা মৌসুমে কোন উল্লেখযোগ্য দুর্যোগে দুর্ঘটনা ঘটেনি।
- রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগপূর্বক তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি প্রদান করে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- রোহিঙ্গাদের কলেরা, ডিফথেরিয়াসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের ব্যাপকভিত্তিক প্রতিষেধক টিকাদান করায় ক্যাম্পে মহামারি আকারে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি।

পুরস্কার

Interactive Voice Response প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন হতে দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। e-Asia 2011 মেলাতে "Serving Citiszens: Best ICT Initiative in Climate Change and Disaster Management" এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকা বিভাগীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১১ তে উদ্যোগটি বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার লাভ করে।

দুর্যোগের
আগাম বার্তা
জানতে
ফোন করুন
বিনামূল্যে
1090

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার